প্লাটফরম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (পিডিডি) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

www.disasterdisplacement.org

১. প্লাটফর্ম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (পিডিডি) একটি রাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন স্বাধীন প্লাটফর্ম

প্লাটফর্ম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (পিডিডি) ২০১৬ সালের মে মাসে বৈশ্বিক মানবিক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভের পরবর্তী ধারা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। যেখানে জার্মানি চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ভাইস-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে। এটি একটি রাষ্ট্র পরিচালিত,স্বাধীন এবং মাল্টি-স্টেকহোল্ডার দ্বারা পরিচালিত উদ্যোগ যার লক্ষ্য দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সুরক্ষা প্রদান করা। বর্তমানে ৩০টি দেশ পিডিডির সদস্য। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্বের মাধ্যমে মাল্টি-স্টোকহোল্ডারদের নিয়ে ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট প্লাটফর্মটি তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো একটি পরিচালনা কমিটি, একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং একটি সমন্বয়কারী কমিটি। বর্তমানে বাংলাদেশ এই প্লাটফর্মের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছে।

২. পিডিডি-এর লক্ষ্য

এই প্লাটফর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রগুলিতে নানসেন ইনিশিয়েটিভের সুরক্ষা এজেন্ডা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। ২০১৫ সালের অক্টোবরে বিশ্বব্যাপী আলোচনায় ১০০টিরও অধিক সরকারি প্রতিনিধি দল ন্যানসিন ইনিশিয়েটিভ অনুমোদন দেয়। এই সুরক্ষা এজেন্ডাগুলি দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বে মানুষের বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতি নেয়ার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর পাশাপাশি যখন মানুষ বলপূর্বক শরণার্থী হয়, সেটা তাদের নিজের দেশের মধ্যে হোক কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, সংগঠনটি এক্ষত্রে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিতে তৎপর।

৩. কৌশলগত অগ্রাধিকার

এই পিডিডির কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলো হলোঃ (ক) জ্ঞান এবং তথ্যের সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা, খ) চিহ্নিত কার্যকরী অনুশীলনগুলির ব্যবহার উন্নত ও সম্প্রসারণ করা, (গ) নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিসমূহ প্রচার করা, (ঘ) অবহেলিত এলাকার উন্নয়ন করা।

৪. পিডিডি এর কার্যোপদ্ধতি

রাষ্ট্র পরিচালিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পিডিডি দুর্যোগ কবলিত বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করে চলেছে।

PLATFORM ON DISASTER DISPLACEMENT
FOLLOW-UP TO THE NANSEN INITIATIVE

পিডিডির সদস্যভুক্ত দেশসমূহঃ

অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ (চেয়ারম্যান), ব্রাজিল, কানাডা, কোস্টারিকা, ফিজি, ফ্রান্স (ভাইস-চেয়ারম্যান), জার্মানি, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মেক্সিকো, মরক্কো, নরওয়ে, ফিলিপাইন, সেনেগাল, সুইজারল্যান্ড, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ক. রাষ্ট্রের ও প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া

অনেক মানুষ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হচ্ছে এবং অন্যদেশে পৌঁছানোর পর তারা আরও বেশি সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। এক্ষেত্রে পিডিডি নতুন কোন নিয়ম প্রচলন না করে একটি পৃথক পদ্ধতিকে গ্রহণ করছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ সমস্যা গুলির আলোকে পিডিডি তার নিজস্ব আদর্শ কাঠামোর মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্র, ভৌগলিক স্থান, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকারী পদক্ষপ গুলিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে।

খ. সকল অংশীদারদের একত্রিত করা

দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতি এখন বিভিন্ন কার্যক্রম ও নীতিমালার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়। এটি একটি দেশের উন্নয়নের নেতিবাচক সূচক হিসাবে কাজ করে। এই কারনে, পিডিডি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাসমূহ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও বিভিন্ন মতাদর্শের কার্যকারী সংস্থাকে একত্রিত করেছে।

গ. আঞ্চলিক প্রচেষ্টাকে গতিশীল করা

পূর্বের অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে সবাইকে জানানো এবং

কার্যকারী কার্যক্রম ও আদর্শগত কাঠামো গঠন করা যা স্থানীয় এলাকার প্রকৃত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এখন পর্যন্ত এই প্লাটফর্মের আওতায় প্যাসিফিক, দ্যা হর্ণ অব আফ্রিকা, সাউথ এশিয়া এবং আমেরিকাতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা গুলি এখন বিভিন্ন দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে পর্যালোচনা ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সহয়তা করছে।

ঘ. পূর্বের সীমাবদ্ধতা পূরণ করা

দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতি সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও ধারণা লাভের জন্য আরও ব্যাপক পরিসরে পদ্ধতিগত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসকল তথ্যের মাঝে রয়েছে কেন, কোথায়, কখন, এবং কিভাবে দুর্যোগের কারণে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে স্থানান্তর করছে তার কারন নির্ণয়। বিশেষ করে কখন তারা দেশের সীমানা পার হয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটিরও কারণ খুঁজে বের করা। কিভাবে ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের জন্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে তার সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যমগুলো থেকে সংগৃহীত বড় পরিসরের উপাত্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করা। এসকল বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

পি ডি ডি এবং পরামর্শ দানকারী কমিটির বাইরেও বিভিন্ন মানবিক সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, ডিআরআর, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সংস্থা একত্রে কাজ করা প্রয়োজন যারা তাদের কৌশল এবং পরিকল্পনাগুলিকে মানব উন্নয়নের জন্য আর্ন্তজাতিক প্লাটফর্মে প্রচার করবে।

৫. মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ কাঠামোবদ্ধ করা

বৈশ্বিক নীতিমালার ক্ষেত্রে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন, মানবাধিকার, শরণার্থী সুরক্ষার বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। প্লাটফর্মগুলি বিশ্বব্যাপী নীতি নির্ধারণে বিপর্যয়, জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারা এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ গুলির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে পক্রিয়াটি ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সারা বিশ্বে চুক্তিটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

৬. বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণ পক্রিয়ার সফলতা সমূহ

অর্জনগুলির মাঝে রয়েছে- ক) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব (A/RES/72/132) গ্রহণের জন্য ভূমিকা গ্রহণ যার ফলে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যার ফলে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিকে কমিয়ে আনতে এটা সহায়ক হবে, খ) দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতিকে "ওয়ার্ড ইন অ্যাকশন গাইডেন্স" শিরোনামের মাধ্যমে ডিআরআর-এর সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, যা ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, গ) জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ এবং পরিবেশগত অবনতিকে অভিবাসনের নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়েছে, যেগুলো জিসিএম (Global Compact on Migration)-এর প্রণয়নে অবদান রেখেছে। রাষ্ট্রগুলি এই নিয়ামক গুলিকে প্রশমিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ঘ) ইউএনএফসিসিসি এর ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাকানিজমের অধীনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির সমস্যা গুলি সমাধানের ক্ষেত্রে ট্রাস্ক ফোর্স অন ডিপ্লেসমেন্ট-এর সমর্থনসমূহ উল্লেখযোগ্য ।

পিডিডি উপদেষ্টা কমিটি

পিডিডি উপদেষ্টা কমিটি একদল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একাডেমী, বেসরকারি খাত, এনজিও সমূহ। তছাড়া কমিটিতে আছে মানবধিকার, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, শরণার্থী নিরাপত্তা, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও উন্নয়ন খাতের অংশীদাররা।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মধ্য রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম), দ্যা অফিস অফ দ্যা ইউনাইটেড ন্যাশান্স হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর), দ্যা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও), দ্যা নর-উইজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল (এনআরসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিস্প্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি)।

কোস্ট ট্রাস্ট এই কমিটির একটি সদস্য সংস্থা

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust